

হতে পারাছিল না। সাম্রাজ্যের বৈধ উত্তরাধিকারী হওয়া সত্ত্বেও হুমায়ূনের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে সিংহাসন রক্ষা করা দুঃসাহস হয়ে ওঠে। রাজপরিবারের মীর্জাগোষ্ঠীর পারিবারিক দ্বন্দ্বও এই সময় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। রাজপরিবারের মধ্যে মোটেই সদ্ভাব ছিল না। যদিও পিতার আদেশ অনুযায়ী হুমায়ুন ভাইদের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করে দিয়ে পিতৃআজ্ঞা পালন করেছিলেন। কিন্তু ইসলামীর আইনে জ্যেষ্ঠপুত্রের উত্তরাধিকারের আইন স্বীকৃত না-থাকায় কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণ সিংহাসনের দাবি কখনও পরিত্যাগ করেনি। উপরন্তু মীর্জাগোষ্ঠীর অন্যতম দুই জ্ঞাতি ভ্রাতা মহম্মদ জামান ও মহম্মদ সুলতান দিল্লীর সিংহাসনের জন্য প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও যোগ্য সৈনিক ছিলেন। তাঁরা হুমায়ূনের কবল থেকে দিল্লীর সিংহাসন দখল করার জন্য সবারকম চেষ্টা চালাতে থাকেন। উপরন্তু মেহদী খাজা বাবরের প্রধানমন্ত্রী নিজামউদ্দিন খলিফার প্রচেষ্টায় সিংহাসন দখলের এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর গঠিত সেনাদলে ভাঙন দেখা দেয়। বাবর তুর্কী, উজবেক, ফরাসী, আফগান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোক নিয়ে যে সেনাদল গঠন করেছিলেন, তা তিনি নিজ ব্যক্তিত্বের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ রেখেছিলেন; কিন্তু হুমায়ূনের পক্ষে সেই ঐক্য বজায় রাখা সম্ভব হয়নি। হুমায়ূনের ভ্রাতাদের মধ্যে কামরান দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য হুমায়ূনের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত হন। ভ্রাতাদের মধ্যে কামরানই হুমায়ূনের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিলেন।

কামরান হুমায়ূনের চেয়ে বয়সে ছ'বছরের ছোট ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যেই কাবুল ও কান্দাহারের শাসক হয়েছিলেন। আসকরী হুমায়ূনের চেয়ে বয়সে আট বছরের ছোট ছিলেন। আর ছোট ভাই হিন্দাল আসকরীর থেকে বয়সে দু'বছরের ছোট ছিলেন। এঁদের দুজনেরই দিল্লীর সিংহাসনের প্রতি লুক্কদৃষ্টি ছিল; কিন্তু এঁদের মধ্যে সেই ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতা ছিল না। তাই ঐতিহাসিক লেনপুল বলেছেন—“ever weak and shifty, Askari and Hindal were dangerous only as tools for ambitious men to play upon.” হুমায়ূনের চরম বিপদের দিনেও কামরান হুমায়ূনের বিরোধিতা করেছেন। মধ্য-এশিয়া ও আফগানিস্থান থেকে বাবর সৈন্য সংগ্রহ করতেন; কিন্তু কাবুল, কান্দাহার ও পাঞ্জাব কামরানের শাসনাধীন থাকায় হুমায়ূনের পক্ষে সেখান থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা অত্যন্ত দুর্বল ছিল।

বাবর মাত্র চার বছর অবস্থানকালে ভারতে কোন স্থায়ী শাসনব্যবস্থা স্থাপন করে যেতে পারেননি। স্বভাবতই বাবরের প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ছিল না। তাঁর বিজিত ভারতীয় প্রজাবর্গ তখনও পর্যন্ত মুঘলদের ‘বিদেশী’ বলে মনে করত। উপরন্তু বাবর আগ্রা ও দিল্লীর কোষাগার থেকে যে সম্পদ পেয়েছিলেন, তা তাঁর প্রজাদের ও সঙ্গীদের অকারণে বদান্যতা দেখিয়ে বিলি করেন। বহু রাজস্বও তিনি মকুব করে দেন। এর ফলে হুমায়ূনকে সিংহাসনে আরোহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়তে হয়। তাছাড়া বাবর বিজিত সাম্রাজ্যে যে-সমস্ত সামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন, তারাও নতুন সম্রাট হুমায়ূনের আদেশ মেনে চলতে চাইল না। কারণ, তারা জানত হুমায়ূন ব্যক্তিগত ভাবে দুর্বল ও দোলায়মান চিত্তের ব্যক্তি। তাই লেনপুল বলেছেন, বাবর হুমায়ূনকে একটি কম্পমান সাম্রাজ্য দিয়ে যান।

হুমায়ূন ব্যক্তিগত ভাবেও সমস্যা সৃষ্টি করেছিলেন। কারণ, বাবরের মৃত্যুর পর ভারতে নবপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্যের এই দুর্দিনে ও সংকটকালে মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য একজন কঠোর শক্তিশালী শাসকের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত হুমায়ূনের মধ্যে বিভিন্ন সদগুণের সমাবেশ ঘটলেও, তাঁর মধ্যে সেই সময়ের উপযোগী দৃঢ়চিত্ততার যথেষ্ট অভাব ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের তৎকালীন সংকটে একজন শাসকের যে কূটনৈতিক দূরদর্শিতা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার প্রয়োজন ছিল, সেটা হুমায়ূনের মধ্যে ছিল না। যদিও তাঁর পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যের প্রতিভা কম ছিল না। কিন্তু একজন রাষ্ট্রনৈতিক হিসেবে যে রাজনৈতিক জ্ঞান ও দূরদৃষ্টি থাকা দরকার, সেটা হুমায়ূন ভালো মানুষ হওয়ার জন্য বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। তিনি দ্রুত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। লেনপুল বলেছেন, এমন কি তিনি একনাগাড়ে কোন দুরূহ ও কঠিন কাজ করতে পারতেন না এবং কোন কাজকে দ্রুত কার্যকরী করতেও পারতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি আনন্দদায়ী বন্ধু বা একনিষ্ঠ সঙ্গী হতে পারতেন; কিন্তু রাষ্ট্রশাসনে যে গুণাবলীর প্রয়োজন, সেটা হুমায়ূনের মধ্যে যথেষ্ট অভাব ছিল। যুদ্ধে জয়লাভের পর ফললাভের জন্য যে সময়-সাপেক্ষ প্রচেষ্টার প্রয়োজন, তা হুমায়ূনের মধ্যে ছিল না। যুদ্ধে জয়লাভের পর তিনি হারেমে অন্তঃপুরিকাদের সঙ্গে অহিফেন সেবন করতেন এবং সেখানে স্বর্ণ রচনা করে মূল্যবান সময় অতিবাহিত করতেন।

তাঁর দ্বারে কখনও কোন শত্রু করাঘাত করলেও তিনি বিস্মৃত হতেন। দয়াপ্রবণ ছিলেন বলে দণ্ডযোগ্যকেও ক্ষমা করে দিতেন। লঘুচিত্ত ও সামাজিক হওয়ার জন্য যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে থাকার প্রয়োজন, তখন তিনি ভোজনাগারে মূল্যবান সময় নষ্ট করতেন। মানুষ হিসেবে তাঁর উদারতা, বন্ধু-বাৎসল্য, ক্ষমা, দয়া ও প্রীতির জন্য তিনি যে পরিমাণ আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই শাসক হিসেবে তাঁকে ব্যর্থ হতে হয়েছিল। অথচ মাত্র আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর পিতা বাবরের সহযোগী হিসেবে পানিপথ ও খানুয়ার প্রান্তরে সামরিক প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। তাই এইসব দিক পর্যালোচনা করে এস. রায় 'The Mughul Empire' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—“His indolent son was hardly the pilot to steer the ship of state on a such a stormy voyage.”

2. HUMAYUN

Humayun succeeded Babur at the age of twenty-three. He was well-educated according to the standard of his age. He knew several languages and was interested in mathematics, philosophy, astronomy, and astrology. He took part in the battles of Panipat and Khanua; he occupied Agra. He served as governor of Badakhshan. But he did not possess his father's firmness of character and was ill-qualified for dealing with the problems confronting him.)

Lane-Poole gives us a vivid sketch of Humayan's character: 'He lacked character and resolution. He was incapable of sustained effort, and after a moment of trouble would busy himself in his *harem* and dream away the precious hours in the opium-eaters' paradise whilst his enemies were thundering at the gate. Naturally kind, he forgave them when he should have punished. Light-hearted and sociable, he revelled at the table when he ought to have been at the saddle. His character attracts but never dominates. In private life he might have been a delightful companion: his virtues were Christian and his whole life was that of a gentleman. But as a King he was a failure'.

Initial difficulties

Humayun inherited 'a monarchy which could be held together only by the continuance of war conditions; which in times of peace was weak, structureless, and invertebrate'. The conquests had not been consolidated; no effective machinery of government had been created. The army also lacked cohesion. Composed of Turks, Persians, Afghans, and Indians, it could be maintained as an effective fighting force only by the leadership of a ruler like Babur. The imperial treasury, drained by Babur's lavish distribution of presents among his friends outside India and his offerings to holy places in Arabia and Central Asia, was a source of weakness to Humayun.)

Beyond the frontiers, there were powerful political forces arrayed against him. There were independent Sultanates in Malwa and Gujarat, and the latter was under a powerful and ambitious ruler. In Bihar the

Mughal position was precarious, and Bengal was unsubdued. In this eastern region the Afghans, sullen and watchful for fresh opportunities, found a leader who eclipsed the fortunes of the Mughals.

Humayun had a number of rivals among his own relatives. He had three younger brothers: Kamran, Askari, and Hindal. They had political ambition but neither ability nor strength of character. Then there were the 'Mirzas'—members of the families of Timur and Chengiz Khan who had joined Babar at his invitation. Some of them had royal blood in their veins and were possible claimants to the throne of Delhi.)

(Instead of facing these difficulties with resolution and foresight Humayun started his reign with a serious blunder. He assigned the territories of Kabul and Kandahar as also the western Punjab to Kamran; Sambhal was assigned to Askari and Alwar to Hindal. Sometimes later Kamran, taking advantage of Humayun's involvement in hostilities with the Afghans, occupied Lahore. Humayun not only acquiesced in this usurpation but also added Multan and Hissar Firuza to Kamran's assignment. Kamran's territories cut off Humayun from Central Asia which was the best recruiting ground for the Mughal army. Thus political weakness was reinforced by military weakness. Moreover, Kamran's authority in Hissar Firuza gave him control of the high road between Delhi and the Punjab.)